যায়যায়দিন

তারিখ ..... 8 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪

রৌমারীতে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের ঘটনায় প্রধান শিক্ষক অবরুদ্ধ

রৌমারী (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা

কুড়িগ্রামের রৌমারীতে ছাত্রছাত্রীর উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী এক প্রধান শিক্ষককে স্কুলের অফিসকক্ষে চার ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অবরুদ্ধ প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করেন। এ সময় তিনি তদন্তসাপেক্ষে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দিয়ে উত্তেজিত গ্রামবাসীকে শান্ত করেন। এ ঘটনাটি ঘটে সোমবার দুপুরে রৌমারী উপজেলার শৌলমারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

অভিযোগে জানা যায়, ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চান মিয়া উপবৃত্তিভোগী ১২৫ ছাত্রছাত্রীর গত বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের ৬৪ হাজার ৪০০ টাকা ২৩ মার্চ অবৈধভাবে উত্তোলন করেন। এ টাকা ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ৬০০ টাকার স্থলে জনপ্রতি ৪০০-৫০০ টাকা করে বিতরণ করেন। কৃষি ব্যাংকের সুপারভাইজার কর্তৃক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের হাতে হাতে টাকা বিতরণের নিয়ম থাকলেও ওই প্রধান শিক্ষক অনিয়মতান্ত্রিকভাবে টাকা তুলে বিতরণ করে আসছিলেন।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আজিজুর রহমান, সদস্য আমির হামজা, শহিদুল্লাহ, আঞ্জুয়ারা বেগম অভিযোগ করেন, প্রধান শিক্ষক ছাত্রছাত্রীর উপবৃত্তির টাকা কৃষি ব্যাংক থেকে গোপনে তুলে ছাত্রছাত্রীদের আংশিক প্রদান করে প্রায় ১৫ হাজার ৪০০ টাকা আত্মসাত করেন। এর মধ্যে পাঁচ ছাত্রছাত্রীর নাম ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে এ পাঁচটি কার্ডের বরাদ্দ করা টাকা আত্মসাত করে আসছেন তিনি।

অভিভাবক আকলিমা বেগম, শেফালী বেগম, মর্জিনা, শিউলি, রোকেয়া, হাসনা বানু অভিযোগ করেন- তাদের সবাইকে ৬০০ টাকার স্থলে ৪০০ টাকা করে দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক চান মিয়া বলেন, স্কুলের টিউবওয়েল মেরামতের জন্য কিছু টাকা রাখা হয়েছিল। পাঁচটি ভুয়া কার্ডের ব্যাপারে তিনি বলেন, ওই টাকা তো শিক্ষা কর্মকর্তা নেন।

এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমুল হাসান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, অভিযুক্ত ওই প্রধান শিক্ষকের ব্যাপারে তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।